রাজকীয় সৌদি আরব সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার -এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাজকীয় সৌদি আরব সরকার (এইখানে "পক্ষদ্বয়" হিসাবে বিবেচ্য হইয়াছে)

স্বীকৃত হইতেছে যে, কাস্টমস আইনের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর;

সচেতন অভিপ্রায় যে, শুল্ক এবং কর সঠিক নির্ধারণের পাশাপাশি পণ্য রপ্তানি বা আমদানির উপর আরোপিত অন্যান্য চার্জ এবং নিষেধাজ্ঞা, বিধিনিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ;

স্বীকৃত হইতেছে যে, কাস্টমস আইন এর ব্যবহার ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে;

সম্মতি প্রকাশ হইতেছে যে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাস্টমস সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক ও কর সঠিকভাবে আদায় নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়াস আরও কার্যকর করা যাইতে পারে;

বিবেচনা করা হইতেছে, কাস্টমস কো-অপারেশন কাউন্সিল (ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন) দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক দলিল, বিশেষ করিয়া ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৩-এর পারস্পরিক প্রশাসনিক সহায়তার সুপারিশ;

বিবেচ্য হইতেছে যে, কোনো পক্ষের দ্বারা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, যাহাতে যথাযথভাবে কিছু পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিধান রহিয়াছে; এবং

স্মর্তব্য, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রণীত মারাক্কাশ চুক্তি সংশোধনের প্রটোকল বিষয়ক ডব্লিউটি/এল/৯৪০ এর অধীনে ২৭/১১/২০১৪

তারিখে জারি করা এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন, বিশেষ করে এর কাস্টমস সহযোগিতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১২;

নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্য হইয়াছে:

সংজ্ঞা

অনুচ্ছেদ-১

এই চুক্তির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নলিখিত বিষয়াবলি প্রতিক্ষেত্রে বর্ণিত ব্যাখ্যা করা অর্থ বহন করিবে যদি না ভিন্নতর কোন প্রসঙ্গে উহা ব্যবহৃত হয়:

১. "কাস্টমস আইন": অর্থ আমদানি, রপ্তানি, ট্রান্সশিপমেন্ট এবং পণ্যের ট্রানজিট এবং এইসংক্রান্ত অর্থ পরিশোধের মাধ্যম, কাউন্টারভেইলিং এবং এন্টিডাম্পিং শুল্ক, কর বা অন্য কোনো চার্জসহ কাস্টমস শুল্কের সাথে সম্পর্কিত আইন ও বিধানাবলিকে, বা নিষিদ্ধকরণ, বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধানাবলি যাহার ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য পক্ষদ্বয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত;

২. "কাস্টমস অপরাধ": অর্থ কাস্টমস আইন লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা;

৩. "ব্যক্তি": অর্থ কোন প্রাকৃতিক বা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তি;

৪. "তথ্য": অর্থ যে কোন ডেটা, দলিলাদি, রিপোর্ট, এর প্রত্যায়িত কপি বা ইলেকট্রনিক কপিসহ অন্যান্য কাস্টমস তথ্য; এবং

৫. " গোয়েন্দা বার্তা": অর্থ কাস্টমস বিধান লঙ্ঘন সম্পর্কিত প্রমাণ পাইবার জন্য ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াজাত বা বিশ্লেষিত তথ্য।

চুক্তির ব্যপ্তি

অনুচ্ছেদ ২

১. পক্ষদ্বয় কাস্টমস আইনের যথাযথ প্রয়োগ, কাস্টমস অপরাধ প্রতিরোধ, এই সংক্রান্ত তদন্ত, নিরোধ এবং কাস্টমস সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহের জন্য এই চুক্তিতে নির্ধারিত বিধানের অধীনে একে অপরকে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২. এই চুক্তির অধীনে পারস্পরিক সহায়তা পক্ষদ্বয়ের ভূখন্ডের জন্য প্রযোজ্য আইন এবং সক্ষমতা ও সম্পদের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে হইবে।

সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তার ধরণ

অনুচ্ছেদ ৩

পক্ষদ্বয়, অনুরোধের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে, নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করিবে:

১. পরস্পরকে কাস্টমস আইন এবং কাস্টমস অপরাধ সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কিত উপলব্ধ তথ্য এবং এই চুক্তির বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রদান।

২. অপরাধ সংঘটনের ধরণের নতুনত্ব, অপরাধ সংঘটনের উপায় বা পদ্ধতি সম্পর্কিত দক্ষতা বিনিময়।

৩. কাস্টমস আইন এবং নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য সংশোধনগুলির পারস্পরিক বিনিময়, এবং যৌথস্বার্থের বিষয়গুলো লইয়া আলোচনা।

৪. নিরোধের জন্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ব্যবহারের উপর তথ্য এবং দক্ষতা বিনিময়।

৫. কাস্টমস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিনিময়।

আমদানি বা রপ্তানিকৃত পণ্যের তথ্য

অনুচ্ছেদ ৪

পক্ষদ্বয় অনুরোধের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে পরস্পরকে নিম্নলিখিত তথ্য সহরবরাহ করিবে:

১. একপক্ষের কাস্টমস এলাকায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহ অন্য পক্ষের কাস্টমস এলাকা থেকে আইনানুগভাবে রপ্তানি করা হইয়াছে কিনা; এবং

২. অন্য পক্ষের কাস্টমস এলাকা থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহ আইনানুগভাবে এই পক্ষের কাস্টমস এলাকায় প্রবেশ করা হইয়াছে কিনা।

অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্য

অনুচ্ছেদ ৫

পক্ষদ্বয় অনুরোধের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে পরস্পরকে নিম্নলিখিত তথ্য ও গোয়েন্দা বার্তা প্রদান করিবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে নজরদারি বলবৎ রাখিবে:

১. কাস্টমস অপরাধে জড়িত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চলাচল, বিশেষত যাহারা কোন পক্ষের এলাকায় বা এলাকা হতে অপর পক্ষের এলাকায় প্রবেশ এবং প্রস্থান করিতে যাইতেছে;

National Center for Archives & Records

২. পণ্যের চলাচল, পরিবহণ বা গুদামজাতকরণ যেই পর্যায়েই হোক না কেন, নিজস্ব কাস্টমস এলাকায় বেআইনি চলাচল মর্মে সন্দেহজনক হিসেবে অন্য পক্ষের দ্বারা অবহিত করা হইয়াছে;

৩. বাহিত যান যা উভয়পক্ষের কোনটির ভূখণ্ডে কাস্টমস অপরাধ সংঘটনে সন্দেহভাজন হিসেবে অন্য পক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত করা হইয়াছে; এবং

৪. পক্ষদ্বয়ের কাস্টমস এলাকায় কাস্টমস সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপ সন্দেহজনক স্থান।

কাস্টমস আইনের লঙ্ঘন

অনুচ্ছেদ ৬

1. পক্ষদ্বয় অনুরোধের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে পরস্পর পরস্পরকে কোনো পক্ষের ভূখণ্ডে প্রযোজ্য কাস্টমস আইনের লঙ্ঘনজনিত বা লঙ্ঘন করিতে পারে এইরূপ কার্যক্রম উদঘাটন বা উক্তরূপ কার্যক্রমের পরিকল্পনার সকল তথ্য একে অপরকে সরবরাহ করিবে;

2. অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা বা যেকোনো একটি রাষ্ট্রের অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ হানিকর হইতে পারে এইরূপ ক্ষেত্রে তথ্য ও গোয়েন্দা বার্তা সরবরাহের জন্য উভয়পক্ষ যতটা সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

প্রতিবেদন আদান-প্রদান

অনুচ্ছেদ ৭

1. দেশীয় আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে এবং মূল দলিলাদি দ্রুততম পন্থায় ফেরত দেওয়ার শর্তে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ইলেকট্রনিক তথ্যসহ প্রকৃত প্রতিবেদন এবং দলিলাদি প্রদান করিবে যাহা অন্য পক্ষের বিচার ও তদন্তের জন্য অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

2. মূল দলিলাদি প্রেরণ সম্ভবপর না হইলে, দলিলাদি এবং অন্যান্য উপকরণের প্রত্যায়িত বা সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ করিতে হইবে।

বিশেষজ্ঞ এবং সাক্ষী

অনুচ্ছেদ ৮

অনুরোধের ভিত্তিতে পক্ষদ্বয় নিজ কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ বা সাক্ষী হিসাবে, কাস্টমস আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অন্য পক্ষীয় রাষ্ট্রের বিচারিক বা প্রশাসনিক সংস্থার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি দিতে পারিবে।

সংবেদনশীল পণ্যের অবৈধ পাচারের তথ্য

অনুচ্ছেদ 9

কাস্টমস প্রশাসন স্ব-উদ্যোগে বা অনুরোধের ভিত্তিতে পরস্পর পরস্পরকে কোনো পক্ষের ভূখণ্ডে প্রযোজ্য কাস্টমস আইনের লঙ্ঘনজনিত বা লঙ্ঘন করিতে পারে এইরূপ নিম্ন উল্লিখিত অবৈধ পাচার সংক্রান্ত কার্যক্রমের যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি একে অপরকে সরবরাহ করিবে:

1. অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, বিস্ফোরক বা পারমাণবিক উপকরণ;

2. ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ শিল্পকর্ম, সাংস্কৃতিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে মূল্যবান শিল্পকর্ম;

3.মাদকদ্রব্য, সাইকোট্রপিক পদার্থ, ইহাদের প্রস্তুতকরণের ব্যবহৃত প্রিকারসর এবং বিষাক্ত পদার্থ, এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক পদার্থ।

4. পাইরেটেড এবং নকল পণ্য।

5. পক্ষদ্বয়ের কাস্টমস আইনের আওতায় নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত কোনো পণ্য, যাহা অর্থনীতি, স্বাস্থ্য বা জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে।

সহায়তা চাওয়ার ধরণ ও বিষয়বস্তু

অনুচ্ছেদ 10

National Center for Archives & Records

1. এই চুক্তির অধীন সহায়তা লাভের জন্য লিখিত অনুরোধ করিতে হইবে। অনুরোধটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি অবশ্যই সাথে থাকিতে হইবে। প্রয়োজনে বা জরুরী ক্ষেত্রে অনুরোধ মৌখিকভাবে গৃহীত হইতে পারে, তবে তাহা পরবর্তীকালে লিখিতভাবে প্রেরণ করিতে হইবে।

2. এই অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ 1 এর অধীনে কৃত অনুরোধের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণ থাকিতে হইবে:

ক) অনুরোধকারী সংস্থার নাম;

খ) গৃহীতব্য ব্যবস্থা কী হইবে;

গ) অনুরোধের বিষয় এবং কারণ;

ঘ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধি, বিধানাবলি, এবং দলিলাদি;

ঙ) প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত বিবরণ, যদি জানা থাকে।

3. অনুরোধ প্রেরণকারী পক্ষকে ইংরেজি ভাষায় অনুরোধ প্রেরণ করিতে হইবে।

4. যদি অনুরোধটি মূল উপযোগিতা পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বিষয়টি ক্ষুন্ন না করিয়া ইহা সংশোধন করা বা সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে ।

5. অনুরোধের প্রাপক পক্ষের আইন অনুযায়ী সহায়তার জন্য প্রেরিত অনুরোধের জবাব প্রদান করা হইবে।

6. এই চুক্তির অধীনে তথ্য এবং গোয়েন্দা বার্তা, পক্ষদ্বয় কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে মনোনীত কর্মকর্তাদের সাথে আদান-প্রদান করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে পক্ষদ্বয় এই চুক্তির অনুচ্ছেদ 16 এর উপানুচ্ছেদ 1 অনুসারে এই ধরনের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা বিনিময় করিবে।

অনুরোধসমূহ নির্বাহকরণ

অনুচ্ছেদ 1২

1. পক্ষদ্বয় অনুরোধসমূহ নির্বাহ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো আইনি পদক্ষেপসহ সমস্ত দাপ্তরিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবে।

2. সহায়তার অনুরোধসমূহ অনুরোধ প্রাপক পক্ষ কর্তৃক নির্বাহ করা হইবে যতক্ষণ তাহা অনুরোধ প্রাপক পক্ষের আইন এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

3. অনুরোধকারী পক্ষের অনুরোধের ভিত্তিতে, অনুরোধ প্রাপক পক্ষ তাহার সরকারি কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয়াবলি ও পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, মূল্যায়ন এবং উৎস বিষয়ে উক্ত বিষয়াবলির প্রমাণক হিসাবে প্রয়োজনে তাহাদের মতামত প্রদানের জন্য অনুমোদন দিতে পারিবে।

4. যেইক্ষেত্রে অনুরোধ প্রাপক পক্ষ অনুরোধ পূরণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নহে, সেইক্ষেত্রে অনুরোধ প্রাপক পক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধটি প্রেরণ করিবে।

তদন্তাদি

অনুচ্ছেদ 12

1. পক্ষদ্বয় কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তারা, অন্য পক্ষের অনুমতিক্রমে এবং কাস্টমস সংক্রান্ত অপরাধের তদন্তের জন্য নিজ দেশের শর্তাবলী সাপেক্ষে, নিম্নলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবে:

(ক) কাস্টমস অপরাধের বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য অনুরোধ প্রাপক পক্ষীয় এলাকার দলিলাদি, রেকর্ড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য পরীক্ষা করা;

(খ) এইরূপ কাস্টমস সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে দলিলাদি, রেকর্ড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের প্রতিলিপি লওয়া;

(গ) অনুরোধ প্রাপক পক্ষের উদ্যোগে স্বীয় কাস্টমস এলাকায় পরিচালিত অনুরোধকারী পক্ষের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো তদন্তের বিষয়ে অংশগ্রহণ করা।

2. এই অনুচ্ছেদের উপানুচ্ছেদ 1 উল্লিখিত কর্মকর্তাদের অবশ্যই, অন্য পক্ষের কাস্টমস এলাকায় উপস্থিতির সময়ে তাহাদের নিজস্ব দাপ্তরিক পরিচয় বহন করিতে হইবে।

3. কর্মকর্তারা, অন্য পক্ষের এলাকায় থাকাকালীন, সেই পক্ষের কাস্টমস অফিসারদের জন্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে প্রদত্ত একই সুরক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে উহাদের যে কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তাহারা নিজেরাই নিজেদের উক্তরূপ কর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন।

তথ্যের গোপনীয়তা

অনুচ্ছেদ 13

1. এই চুক্তির অধীনে কোনো পক্ষের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য, যোগাযোগ এবং দলিলাদি কেবল এই চুক্তির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ব্যবহৃত হইবে। তথ্য প্রদানকারী পক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে উহা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রেরণ বা ব্যবহার করা যাইবে না।

2. অনুরোধ, তথ্য, বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন বা এই চুক্তির অধীনে কোনো পক্ষের দ্বারা যে কোনো আকারে প্রাপ্ত অন্যান্য দলিলাদি, সেইরূপ সুরক্ষা পাইবে যেইরূপ সুরক্ষা সেই পক্ষের আইনের অধীন উক্তরূপ তথ্যাদির ক্ষেত্রে রহিয়াছে।

3. যদি এই চুক্তির অধীনে কোনো পক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য, একটি ফৌজদারি কার্যধারায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে ইহার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রত্যেক পক্ষের জন্য প্রযোজ্য আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে অপরাধমূলক বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধান অনুসারে অনুরোধ করিতে হইবে।

অব্যাহতি
অনুচ্ছেদ 14

1. যেকোনো পক্ষ এই চুক্তি অনুসারে, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে:

(ক) যদি সহায়তার অনুরোধের বাস্তবায়ন জাতীয় সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হয়;

(খ) যদি সহায়তার অনুরোধ শিল্প, বাণিজ্যিক বা পেশাগত গোপনীয়তা অথবা আইন দ্বারা সুরক্ষিত অন্য কোনো গোপনীয়তার বিধান লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট হয়;

(গ) যদি সহায়তার অনুরোধ কাস্টমস সংশ্লিষ্ট বিষয় বহির্ভূত হয়; বা

(ঘ) অনুরোধকারী পক্ষ যদি অনুরোধটি পূরণ করিতে সমর্থ না হয় মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে।

National Center for Archives & Records

2. কোনো পক্ষ, সহায়তা প্রদান করিতে অস্বীকার করিবার পরিবর্তে, সহায়তা প্রদানের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করিতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে উক্তরূপ শর্ত সাপেক্ষে সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য পক্ষকে অবশ্যই উক্ত শর্তাদি মানিয়া চলিতে হইবে।

3. যদি কোনো অনুরোধ প্রাপক পক্ষ সাহায্যের জন্য অনুরোধ পরিপালনে অসমর্থ হয়, তবে উহার কারণসমূহের ব্যাখ্যাসহ, অনতিবিলম্বে অপর পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

ব্যয়
অনুচ্ছেদ 15

এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক পক্ষ তাহাদের নিজ নিজ খরচ বহন করিবে। যদি অনুরোধসমূহ নির্বাহ করিবার জন্য বিশেষ পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে কোনো পক্ষ অনুরোধ নির্বাহের শর্ত ও প্রকৃতি এবং ব্যয় নির্বাহ কীরূপে হইবে তাহার বিষয়ে আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করিবে।

চুক্তির বাস্তবায়ন
অনুচ্ছেদ 16

1. এই চুক্তির আওতায় প্রদত্ত সহায়তা সরাসরি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সরাসরি বিনিময় হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, তাহারা এই চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং প্রায়োগিক পদ্ধতির বিষয়ে একমত পোষণ করে।

2. পক্ষদ্বয় পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এবং যোগাযোগের জন্য মনোনীত কর্মকর্তাদের দ্বারা এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যা নিরসনে কাজ করিবে। প্রয়োজনীয়তার নিরীখে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজিত হইতে পারে।

অঞ্চলভিত্তিক প্রয়োগ
অনুচ্ছেদ 17

National Center for Archives & Records

এই চুক্তি পক্ষদ্বয়ের রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সকল কাস্টমস এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

চূড়ান্ত বিধান
অনুচ্ছেদ 18

1. এই চুক্তি বলবৎকরণের জন্য প্রযোজ্য যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া সমাপনান্তে কূটনৈতিক মাধ্যমে চূড়ান্ত লিখিত বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

2. এই চুক্তিটি একটি অনির্ধারিত সময়ের জন্য কার্যকর থাকিবে এবং উক্ত চুক্তিটি শেষ করার তিনমাস পূর্বে উহা শেষ করার অভিপ্রায় সম্বলিত লিখিত নোটিশ কূটনৈতিক মাধ্যমে প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে উহার মেয়াদ শেষ হইবে। পথিমধ্যে শুরু হওয়া কোন অনুরোধ বা কার্যক্রম নির্বাহকে চুক্তিটির সমাপ্তি কোনো ভাবে প্রভাবিত করিবে না।

3. এই চুক্তিটি পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে তাহাদের আইনানুগ প্রক্রিয়ার দ্বারা সংশোধন করা যাইতে পারে।

ঢাকায় 13 শাবান, 1443 হি. এবং ০২ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দে 16 মার্চ, 2022 খ্রিস্টাব্দে দ্বি-কপি সম্পাদনকৃত, আরবি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায়, সমস্ত পাঠ্যই সমভাবে সঠিক। যদি এই চুক্তির ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো বিরোধের উৎপত্তি হয় তবে ইংরেজি পাঠই প্রাধান্য পাইবে।

রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের পক্ষে	গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী	ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম. পি. পররাষ্ট্রমন্ত্রী

National Center for Archives & Records